প্যা । রি । স

ইউরো এলো

ইউরো চালু হয়েছে অনেক আগে কিন্তু ইউরো নিয়ে এখনও জল্পনা শেষ হয়নি

লিখেছেন খান আনওয়ার হোসেন

অবশেষে অনেক শঙ্কা কাটিয়ে গভীর তমসার আস্তরণ ছিন্ন করে নিলো বিশ্ব মুদ্রার অন্যতম সহোদর ইউরো। নতুন কোনো কিছুর আগমনে সবার মনে আনন্দের ধারা বইবে, আনন্দে উৎসবের আয়োজন করবে এটাও স্বাভাবিক। ইউরোপসহ বিশ্বের অনেক স্থানে আনন্দ উৎসব হয়েছে ইউরোর আগমনে। তাকে শুভাগমন জানিয়ে, তাকে খোশ আমদেদ জানিয়ে বরণ করেছে কম-বেশি সবাই। তবে ইউরোর আগমনে আনন্দ যারা করেছে তাদের মনে খুব সামান্য হলেও বেদনাদায়ক একটা অধ্যায় মেনে নিতে হয়েছে। কারণ ইউরোর জন্ম নিছক শুধু জন্ম নয়, তার জন্মের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ১২টি দেশের জাতীয় মুদ্রার, যে মুদ্রার সঙ্গে তাদের জনগণের ছিল দীর্ঘ দিনের নিবিড় সম্পর্ক যে মুদ্রার সঙ্গে ছিল তাদের জাতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, কালচার ও প্রথার পারস্পরিক বন্ধন। ফ্রান্সে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে রচিত হলো সেই দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বন্ধনের যবনিকাপাত। সুতরাং একটি হতভাগ্য নবজাত ইউরো প্রতিস্থাপিত মুদ্রাগুলোর অন্যতম হচ্ছে ফরাসি ফ্রঁ। ২০০২ সালের জানুয়ারি ফ্রঁ-এর বয়স হয়েছিল ৬৪১ বছর ২৭ দিন।

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ফ্রঁ জন্ম নেবার আগে ফ্রান্সে আমাদের দেশের মতোই কড়ি দিয়ে বেচাকেনা হতো। এছাড়া তামার রিং অথবা ছাঁচে ফেলা পাথরের টুকরো দিয়েও বেচাকেনা হতো। এভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর ফরাসি ফ্রঁ-এর জন্ম হয়েছে। ফ্রঁর জন্মদাতা হচ্ছেন ফরাসি সম্রাট জ্যঁ-২ (সম্রাট জ্যঁ দ্বিতীয়)। তিনি তার পিতা ফিলিপ-৪-এর উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহন করেন ১৩৫০ সালে। সিংহাসনে বসেই ফরাসি সম্রাট দেখতে পান তার প্রিয় দেশ ফ্রান্স একাধিক শত্রু পরিবেষ্টিত। তাদের মধ্যে রয়েছে নাভারের রাজা শার্ল ও ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড। ইংরেজরা ছিল তাদের দীর্ঘদিনের শত্রু। সম্রাট জ্যঁ-২ রাজধানীতে সাধারণ সভা ডেকে দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার উদ্যোগ নিলেন। তিনি ৫০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করলেন। কিন্তু শত্রুবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এর পরেও বাদশাহ অনেক সাহস নিয়ে ১৩৫৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ইংরেজদের মুখোমুখি হলেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধে বাদশার ১৩ বছরের ছেলে তার পাশে থেকে সহায়তা করতে লাগলো। যখনই তার কাছে কোনো ইংরেজ সৈন্য চলে আসে তখনই শিশু ছেলে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'পাপা, তোমার বা দিকে খেয়াল করো' অথবা 'পাপা তোমার ডান দিকে দেখো'। কিন্তু সাহসী শিশুপুত্রের খবরদারিতেও শেষ রক্ষা হয়নি। জ্যঁ-২ ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। বন্দী বাদশাকে প্রথমে ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমের সমুদ্র বন্দর বর্দোতে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে জাহাজে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। বাদশা জ্যঁ-২ সেখানে প্রায় চার বছর বন্দীদশায় থাকেন। পেছনে তিনি ফেলে রেখে গেলেন এক মুকুটহীন দেশ ও সাড়ে বারো টন সোনার এক বিরাট সরকারি কোষাগার।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ফরাসি ফ্রঁ তার মান হারাতে থাকে। ফরাসি ইউরো মুদ্রার বিরোধী যে নাই এ কথা বললে ভুল হবে। কারণ অনেক নামকরা পার্টির নেতাগণ সব সময় ইউরোর বিরোধিতা করে আসছেন। তবে ফ্রান্সে ইউরো বিরোধী সমাবেশ বা মিছিলের খবর শোনা যায়নি। শুধু পত্রিকা ও টেলিভিশনে তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়। ফরাসি চরম জাতীয়তাবাদী নেতা জ্যঁ মারি লোপেন তার বর্তমান নির্বাচন মেনুফেস্টোতে রেখেছেন যে তার দল ক্ষমতায় এলে তারা ফ্রান্সকে ইউরো জোন থেকে বের করে নিয়ে আসবে। এদিকে নতুন অতিথি সম্বন্ধে এতো অল্প সময়ে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে চকচকে তামার ১, ২ ও ৫ ইউরো সন্তিমের মুদ্রাগুলো একটু মলিন হয়ে কালচে রং হয়ে গেছে। লো পারিজিয়াঁ নামক ফরাসি দৈনিকে জানা যায় যারা দুই ইউরোর মুদ্রা খুব বেশি নাড়াচাড়া করবেন তাদের চর্মরোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে ইউরোপ

প্রথম ফ্রঁ

মুদ্রার মাঝে মসিয়া ও মাদাম কুরী'র প্রতিকৃতি

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতীক মারিয়ান

অর্থনীতিতে তার নৈতিবাচক প্রভাব পড়ে। ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্ট রেমোঁ পয়াঁকারে এ সংকট থেকে ফরাসি অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তিনি ফ্রঁ-এর অবমূল্যায়ন করে নতুন ফ্রঁ-এর প্রচলন করেন। এই মুদ্রা ফ্রঁ পোয়াঁকারে নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রঁ তার তিন ভাগের দু'ভাগ মান হারায়। এখন সবাই নতুন অতিথি ইউরোকে নিয়ে ব্যস্ত। তথা ফরাসি জনগণ প্রায় ছয় মাস ধরে ইউরো মুদ্রায় বেচাকেনা, লেন দেন করলেও এখনও ইউরোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, সবাই ইউরোতে আর্থিক লেনদেন করলেও প্রতি চারজন ফরাসির তিনজন এখনও মনে মনে হিসাবটা কষে নেয় ফরাসি ফ্রঁতে। এখনও বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল দোকানে মূল্য ইউরো ও ফ্রঁতে দেওয়া। আর কোনো স্থানে তা না থাকলে খরিদদার ঠিকই জিজ্ঞেস করে জেনে নেন ফ্রঁতে এর মূল্য কত হয় অথবা পকেট থেকে ক্যালকুলেটরটি বের করে হিসাব করে নেন ফরাসি ফ্রঁতে মূল্য কতো দাঁড়াচ্ছে। তবে হিসাব কষে খুব একটা ফায়দা হচ্ছে না, কারণ ইউরো আসার আগে থেকেই দ্রব্য মূল্য ও অন্যান্য সার্ভিসের মূল্য ঊর্ধ্বগতি ছিল তা আজও অব্যাহত রয়েছে। তাই ইতিমধ্যে ইউরো জন্ম নেওয়া কয়েকটি দেশে মূল্য বৃদ্ধি কারণে চাপা অসন্তোষের গুঞ্জন উঠেছে।

প্যারিস, ফ্রান্স

স্ট া ক া হো া ম

আনন্দের দিনগুলো

প্রবাসে জাতিভেদ ব্যাপারটা খুবই গৌণ। বম্বের মেয়ে সুইটির সঙ্গে আমার গড়ে উঠেছে নিবিড় বন্ধুত্ব

বলিউড তারকা রাভিনার সাথে লেখক

রাত দশটা। হঠাৎ করে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে সুইটির কণ্ঠ ভেসে এলো। সুইটি বম্বের মেয়ে, আমার খুব ভালো বন্ধু। ওর বন্ধুসুলভ আচরণ আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে। আর তাই দু'জন দু'জনার মনে স্থান করে নিয়েছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সম্পর্ক নিবিড়। সুইটি বলে উঠলো, কি ঘুমিয়ে পড়েছিস? তোর কথাই বলছিলাম রাভিনার সঙ্গে। ও! কাল কি তোর কোনো প্রোগ্রাম আছে? চল না, কাল কোথাও গিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

পরদিন সুইটি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল রাভিনার সঙ্গে। আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম রাভিনার দিকে। কি সুন্দর স্নিগ্ধ সজীব মুখমন্ডল। তার সঙ্গে হাত মেলাতেই অনুভব করলাম নরম তুলার মতো হাল্কা। সে নিজে থেকে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, সুইটির মুখে আমি তোমার অনেক গল্প শুনেছি। আমি বললাম, তোমাকে এতো কাছে থেকে দেখবো তা কখনো ভাবিনি। সুইডেনে এসে তোমার কেমন লাগছে বলতেই বললো, খুবই সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এ দেশ। সুইডেনে জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার পর একটি বিষয় শুনে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়ে গেল সে- সুইডেনের প্রতিটি শিশু জন্ম নেবার পর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০০০ ক্রোনার পকেট মানি হিসেবে পায়। এই টাকা দিয়ে চকলেট, আইসক্রিম, খেলনা তাদের পছন্দ অনুযায়ী কিনতে পারে। সুইডেনে প্রতিটি ধনী থেকে শুরু করে সব পরিবার এই সরকারি অনুদান গ্রহণ করতে বাধ্য এবং বাবা-মাও সন্তানদের জন্য খরচ করে থাকেন। আমি লক্ষ্য করলাম, এতো বড় একজন শিল্পী হয়েও সত্যিই তার মধ্যে কোনো অহঙ্কার নেই। ছোট-ঃবেলার বান্ধবীকে পেয়ে আনন্দে হয়তো শৈশবে ফিরে গিয়েছিল তার মন।

T Ahmed (নীনা), Jarnbarar Vagen 34, 7tr, 12761 Skarholmen, Stockholm, Sweden

পত্রমিতালী

শারদীয় শুভেচ্ছা কার্ড

ইসিআইটি এডুকেশন সেন্টার

নি ।উ ।ই ।য় ।র্ক

প্রকাশনা অনুষ্ঠান

প্রবাসে কর্মব্যস্ত জীবনে সাহিত্যের মতো কঠিন বিষয় নিয়ে চর্চা করা অত সহজ কাজ নয়। এতকিছুর পরও কিছু উৎসাহী সাহিত্যিক তাদের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন

একাকী একজন গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে একজন বক্তা

গত ১৭ আগস্ট নিউইয়র্ক প্রবাসী কথাসাহিত্যিক নাসরিন চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ 'একাকী একজন'-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্টেইনওয়ের বানীর অফিস মিলনায়তন কাম বাংলা স্কুলে। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক প্রবাসীর সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লা। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক প্রযোজক বেলাল বেগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক, কবি, প্রাবন্ধিক খোন্দকার আশরাফ হোসেন। লেখক পরিচিতি ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন নিউইয়র্কের সবচাইতে জনপ্রিয় উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল।

'একাকী একজন' গল্পগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন হাসান ফেরদৌস, দেওয়ান শামসুল আরেফিন, হাসান আল আব্দুল্লা, লিজিং রহমান, বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট লেখিকা মীনা আজিজ, সউদ চৌধুরী, রণজিৎ কুমার দত্ত। প্রত্যেক আলোচকই নাসরিন চৌধুরীকে প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে লেখালেখির চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। অভিনন্দন জানান এমন একটা চমৎকার গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য, যাতে প্রবাস জীবনের নানা চিত্র, পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাত্রার দৃশ্যও ভেসে উঠেছে। স্বদেশ এবং বিদেশ একই সূত্রে গাঁথা যা আলোচকদের মুগ্ধতার কারণ। হাসান ফেরদৌস বলেন, গল্প লেখার সময় নাসরিনকে আরো একটু সচেতন হতে হবে চিত্রকল্প সাজানোর প্রয়োজনে।

প্রধান অতিথি সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লা বলেন, নাসরিন চৌধুরীর সুন্দর একটা মন আছে যা তার লেখা পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বিদেশে থেকেও নাসরিন দেশের কথা ভাবে। দেশের উন্নয়নের চিন্তা করে- এটা ক'জন পারে। নাসরিন চৌধুরী সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখার যে উৎসাহ আলোচকরা তাকে দিয়েছেন তাতে তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক দেশবাংলা, বাংলা টাইমস ও আনন্দ ম্যাগাজিনের প্রেসিডেন্ট ডা. সারোয়ার হাসান চৌধুরী, যাদুকর খান শওকত, ড. মহসিন আলী।

একাকী একজন গল্পগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট আওলাদ হোসেন খান, সেলিনা খান, নাট্যাভিনেত্রী ঝর্না চৌধুরী, মাহফুজা আলী, নাজনীন সীমন, আকবর চৌধুরী, ডা. ভক্তি দত্ত, কামরুজ্জামান, জাকির হোসেন বাবু, নেহাল উদ্দিন শেখ, শামস আলী মমীন প্রমুখ।

জসিম উদ্দিন সরকার
নিউইয়র্ক

টো ।কি ।ও

মে ডি কে ল চে ক আ প

দুর্ভাগ্য জাপান প্রবাসীদের যারা সুযোগের অভাবে ভিসা নামের একটা কাগুজে 'সিল' করায়ত্ত করতে পারেননি। স্বদেশ ছেড়ে স্বজন ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে ছুটে এসে অমানবিক পরিশ্রম ও মানবেতর জীবন যাপনের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যয়ের দেশে কেবল ভিসা নেই সেই অমানবিক যুক্তিতে চিকিৎসা বীমার সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য মানবতাবাদী সংস্থা GENKI নামমাত্র ফি'তে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে অনিয়মিতভাবে। তবে ভবিষ্যতে নিয়মিত করার প্রক্রিয়া চলছে। আগামী ২০ অক্টোবর, দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত Kawaguchi hokenjo (ফোন 048-262-6111) (JR Keihin touhoku-line-এর WARABI-স্টেশন) এ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। ভিড় এড়াতে অগ্রিম নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন। ফোন নং- Mr. Shibuya-090-8819-4288

কাজী ইনসান, ahmahm@plum.plala.or.jp